75406 - কোন শ্রেণীর ভিক্ষুক সদকা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত

প্রশ্ন

যদি আমাদের কেউ একাধিক এমন ভিক্ষুক পায় যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তাহলে কাকে সদকা করাটা অধিক উপযুক্ত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

অভাবীদেরকে সাহায্য করা, গরীব-মিসকীনকে দান করা উত্তম নেক আমল ও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্তাআলা বলেন: "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের প্রতিদান তাদের রব-এর নিকট রয়েছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৪]

যখন গরীবদের অভাব বেড়ে যায় তখন সদকা করাটা মুস্তাহাব হওয়া আরও তাগিদপূর্ণ হয়। যেহেতু অভাব দূর করা ও লজ্জাস্থানগুলো আবৃত রাখা সদকার বিধান জারী করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সর্বোত্তম আমল হচ্ছে— একজন মুমিনের মনে খুশি প্রবেশ করানো: আপনি তার লজ্জাস্থান আবৃত করলেন, তার ক্ষুধা দূর করলেন কিংবা তার কোন প্রয়োজন পূরণ করলেন।"[আল-মুজাম আত্-তাবারানী (৫/২০২), আলবানী 'সহিহুত তারগীব' গ্রন্থে (২০৯০) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "এ আট শ্রেণীর মাঝে কোন শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার অধিক উপযুক্ত"?

আমরা বলব: যে শ্রেণীর লোকদের প্রয়োজন তীব্র। কেননা এ শ্রেণীগুলোর প্রত্যেকে যাকাত খাওয়ার বৈশিষ্ট্যধারী। এদের মধ্যে যে শ্রেণীর প্রয়োজন তীব্র সেই শ্রেণী যাকাত পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। সাধারণতঃ গরীব ও মিসকীনদের প্রয়োজনই তীব্র হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ্তাআলা প্রথমে তাদেরকে উল্লেখ করে বলেন: "সদকা তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ্সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি উছাইমীন (১৮/প্রশ্ন নং ২৫১)]

"আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা" গ্রন্থে (২৩/৩০৩) এসছে: "যাকাত দওেয়ার ফযলিতরে দকি থকেে যাকাত পাওয়ার হকদারদরে সকলে একই মর্যাদাভুক্ত নয়। বরং তাদরে স্তরভদে রয়ছে: মালকেী মাযহাবরে আলমেগণ উল্লখে করছেনে য, যাকাত প্রদানকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নরিুপায় ব্যক্তকিে অন্য ব্যক্তদিরে উপর প্রাধান্য দওেয়া। যমেন অন্য শ্রণেীর লোকদরে চয়েে তাকে বশেী দওেয়া।"[সমাপ্ত]

যদি ফকীর বা ভক্িষুক কাজ করতে অক্ষম হয়, কোন রোগ বা মুসবিতরে শকিার হয়ে সে পঙ্গু হয়ে যায় তাহলে তাকে যাকাত দওেয়াটা তাগদিপূর্ণ।

আল্লাহ্তাআলা বলনে: "(পূর্বোক্ত সদকা) ঐ সব ফকীর (দরদ্রি) লোকদরে প্রাপ্য যারা আল্লাহ্র পথে এমনভাবে আবদ্ধ যে দশেময় ঘুরাফরিা করতে পারে না; তাদরে আত্মসম্মানবোধরে কারণে অজ্ঞ লোকেরো তাদরেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আপনি লক্ষণ দখেে তাদরেকে চনিতে পারবনে। তারা মানুষরে কাছে পীড়াপীড়ি করে হাত পাতে না। আর যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নশ্চিয় আল্লাহ্সে ব্যাপারে সম্যক অবগত।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৭৩]

সাঈদ বনি জুবাইর (রহঃ) বলনে: "তারা এমন শ্রণেীর লোক যারা আল্লাহ্র রাস্তায় জহিাদরত অবস্থায় আহত হয়ে আজীবনরে জন্য রোগা হয়ে পড়ছে। আল্লাহ্তাআলা মুসলমানদরে সম্পদে তাদরে অধকিার সাব্যস্ত করছেনে।"[আদ্-দুররুল মানছুর (২/৮৯)]

এ আলোচনার উদ্দশ্যে: সদকা বণ্টনরে ক্ষত্রেে অগ্রাধকিার দয়োর মাপকাঠি হচ্ছ— প্রয়োজন ও অভাব। যদি আপনার কাছে প্রতীয়মান হয় য, ভক্িষুকদরে মধ্যে কউে একজন অন্যদরে চয়েে বশেী অভাবী তাহলে সইে ব্যক্তি সদকা পাওয়ার অধকি উপযুক্ত।

আপনি যে পরমিাণ অর্থ দান করতে চান সটো যদি দুইজন ভক্িষুকরে প্রয়োজন পূরণ করার মত হয় তাহলে আপনি দুইজনরে মাঝে ভাগ করে দনি। যদি কবেল একজনরে প্রয়োজন পূরণ করার মত হয় তাহলে আপনি দুইজনরে যে কোন একজনকে দতিে কোন অসুবধিা নাই এবং চষ্টো করুন যনে অন্যজন থকেে লুকয়িে তাকে দতিে পারনে; যাতে করে তার মনে আফসোস বা হংিসা না জাগে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: কউে যদি সামান্য পরমিাণ যাকাতরে মাল ২০০ রয়িালরে মত বণ্টন করতে চায়; সে ক্ষত্রেে এটা কি একটা অভাবী পরবিারকে দয়ো ভাল; নাকি একাধকি অভাবী পরবিারকে দয়ো ভাল?

জবাবে তনিি বলনে: "যদি যাকাত সামান্য হয় তাহলে সটো একটা অভাবী পরবিারকে দয়োই উপযুক্ত ও উত্তম। যহেতেু অল্প মাল ভাগ করে দলিে এর উপকারতিা কমে যায়।"[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া বনি বায (১৪/৩১৬)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।